নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

স্মরণীয়-বরণীয়

প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ মরহুম কাজী আবুল মসউদ

সংগ্রহে- এস.এম. জিয়াউর রহমান লেলিন প্রকাশ: ১৭ অক্টোবর ২০২৬ ৪ মিনিট পাঠ



যিনি নিজেকে দেশ ও মানুষের কল্যানে নিয়োজিত করে রাজনীতিতে নন্দিত হয়েছেন। তিনি হচ্ছেন প্রায় অর্ধ শতাব্দির প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ মরহুম কাজী আবুল মসউদ। অবিভক্ত ভারত

ও পরবর্তীতে পাকিস্থানে যে সব ব্যক্তির পদচারণায় নাটোরের রাজনীতি সমৃদ্ধি লাভ করেছে, কাজী আবুল মস্‌উদ তাঁদের একজন। দেশের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে কাজী আবুল মস্‌উদ এর নাম যুগযুগ ধরে স্মরনীয়-বরণীয় হয়ে থাকবে। ঐতিহাসিক নাটোর-কে সমৃদ্ধ জনপদ হিসাবে গড়ে তুলতে যাদের গৌরবময় অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে কাজী আবুল মস্‌উদ উন্নতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাই কাজী আবুল মস্‌উদের প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা। কাজী আবুল মস্‌উদ এর কর্ম, সংগ্রাম এবং সমাজ বা জাতির প্রতি অবদান আমাদের পাথেয় হয়ে থাকবে। বর্তমান প্রজন্মের জানার জন্য তার জীবনদর্শন, কর্ম ও অবদান তুলে ধরার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। কাজী আবুল মস্‌উদ তৎকালিন নাটোর মহুকমার সিংড়া থানার হাতিয়ান্দহ ইউনিয়নের বড় সাঁঐল গ্রামে ১৯১০ সালের ১০ জানুয়ারী (৯ জিলহজ্ব পবিত্র হজ্বের দিন) জন্মগ্রহন করেন। সম্ভ্রান্ত রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম গ্রহনকারী কাজী আবুল মসউদ এক সময় সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তার পিতা কাজী জসীম উদ্দিন (খান সাহেব উপাধি প্রাপ্ত) ছিলেন নাটোরের প্রখ্যাত আইনজীবী ও ব্যবসায়ী। তিনি নাটোর প্রথম লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, রাজশাহী জেলা বোর্ডের সদস্য ও একজন লেখক ছিলেন। কাজী আবুল মসউদ এর বড় ভাই কাজী আব্দুল মজিদ দুই বার এম.এন.এ ও নাটোর পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন। অত্যান্ত মেধাবী কাজী আবুল মসউদ নাটোর মহারাজা জে.এন. উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। রাজশাহী কলেজের ছাত্র কাজী মসউদ পরবর্তীতে নাটোর বারে আইন পেশায় নিয়োজিত হন।

১৯৩০ সালে কাজী আবুল মসউদ নাটোর যুব কংগ্রেসের যুগ্ম সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। রাজনীতির শুরুতেই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষানুরাগী কাজী কাজী মসউদ এসময় ঐতিহ্যবাহী নাটোর ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরীর সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। কাজী মসউদ "বন্দে মাতরম" স্লোগান হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্যে ক্ষতিকর মনে করে তিনি ১৯৩১ সালে যুব কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দেন। পরবর্তীতে দেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করতে কাজী মসউদ মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তিনি ১৯৩৬ সালে নাটোর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। কাজী মসউদ ১৯৩৭ সালে নাটোর মহকুমা মুসলিম লীগের সেক্রেটারি এবং পরের বছর নাটোর লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান হন। কাজী মসউদ ১৯৪০ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে যোগদান করেন।

কাজী আবুল মসউদ ১৯৪২ সালে সমগ্র নাটোর মহকুমা ও বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম থানা

এলাকা নিয়ে গঠিত আসনের উপ-নির্বাচনে বিরোধীদল মুসলিম লীগের মনোনয়ন পেয়ে (এম.এল.এ) অবিভক্ত বাংলার বঙ্গীয় আইন পরিষদের (মেম্বার অব লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলী) সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হয়ে তিনি বেঙ্গল ও আসাম রেলওয়ের সদস্য মনোনীত হন এবং চার বছর এই দায়িত্ব পালনকালে রেলওয়ে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী নিশ্চিত করা সহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি ১৯৪৬ সালে একই এলাকা থেকে পুনরায় এম.এল.এ নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৬ সালের নির্বাচিত এম.এল.এ বা সদস্যদের নিয়ে পাকিস্থানের প্রথম গণপরিষদ বা জাতীয় পরিষদ গঠন করা হয়। কাজী আবুল মসউদ ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত গণপরিষদ বা জাতীয় পরিষদ এর সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাতীয় পরিষদ সদস্য এর পাশা পাশি পার্লামেন্ট সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। কাজী আবুল মসউদ পার্লামেন্ট সেক্রেটারি থাকাকালীন, পর্যায়ক্রমে রেলওয়ে, ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং পানি ও সেচ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। এসব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকাকালে তিনি নাটোরের নারদ নদ, অনেক বিল খনন সহ অসংখ্য মানষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন। নাটোর-ঢাকা সড়ক তৈরী করা তার অনন্য অবদান। এর আগে বাণেশ্বর-চারঘাট-লালপুর হয়ে ঢাকা যেতে হতো।

শিক্ষানুরাগী কাজী আবুল মসউদ ১৯৪৩ সালে রাজশাহী কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অনেক প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে নাটোরে অনেক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। নাটোরের মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র তার উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত। তিনি জমিদার রায় সাহেব গোপেন্দ্র প্রসাদ শুকুলের অবৈধ অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে প্রজাদের কল্যাণ সাধন করেন। কাজী আবুল মসউদ ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনে গঠিত সম্মিলিত বিরোধী দলের নাটোর মহকুমা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন । এ সময় তিনি নাটোর মহকুমা মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) এর সভাপতি ছিলেন। কাজী মসউদ ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষালম্বনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নৈতিক সমর্থন ও সহযোগিতা যোগান । বাংলাদেশ সৃষ্টির পর তিনি আর সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন নাই। ১৯৩০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত ভারত বর্ষে ও পাকিস্তানের ঘটনাবহুল রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন সৎ ও সাহসিকতায় অনন্য কাজী আবুল মসউদ। ১৯৯৭ সালের ২১ জানুয়ারি পবিত্র রমজান মাসের ২১ তারিখে রাজনীতির এই মহীরূহ স্ত্রী, চার ছেলে ও চার মেয়ে রেখে নাটোর শহরের আলিইপুরের নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের রচিত নাটোরের ইতিহাস গ্রন্থে কাজী আবুল মসউদ এর অবদানের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

মেধা, সততা ও বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী কাজী আবুল মস্‌উদ এর নাম নাটোরের ইতিহাসে অনন্তকাল স্মরণী-বরণীয় হয়ে থাকবে।